কে • সি • গুহ
প্রযোজিত
ফিল্ম সিণ্ডিকেট
(ইণ্ডিয়া) লিঃএর
নিবেদন

S. D Sy-Studio

সরোজ রায়চৌধুরীর

কালোছায়া

ফিল্ম সিণ্ডিকেট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড্-এর প্রথম অর্ঘ

কালো ঘোড়া

কাহিনী—সরোজ কুমার রায় চৌধুরী।
প্রযোজনা—কে, সি. গুহ।
চিত্রনাট্য পরিচালনা—জ্যোতিষ বন্দ্যোপধ্যায়।
সঙ্গীত পরিচালনা—দক্ষিণা মোহন ঠাকুর।
সহকারী—সমরজিৎ সিংহ।
যন্ত্র-সঙ্গীত—হিন্দুস্থান অর্কেষ্ট্রা লিমিটেড্।
আলোক শিল্পী—সুরেশ দাস।
সহকারী—সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়।
শব্দ যন্ত্রী—পাঁচুগোপাল দাস।
সহকারী—জগজিৎ দাস।
রসায়ণাগার শিল্পী—ধীরেন দাসগুপ্ত।
সহকারী—শম্ভু সাহা, সামান্য রায়, অমূল্য দাস,
ননী চ্যাটার্জ্জি, সরল চ্যাটার্জ্জি।
সঙ্গীত রচনা—প্রণব রায়, গৌরী মজুমদার।
শিল্প নির্দ্দেশক—বটু সেন।
চিত্র সম্পাদক—অর্দ্ধেন্দু চ্যাটার্জ্জি
সহকারী—বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জ্জি অজয় ভট্টাচার্য্য।
তত্ত্বাবধারণায়—বিমল ঘোষ পূর্ণেন্দু রায়, বিশু পাল।
রূপ সজ্জা—সুধীর দত্ত।
সহকারী—দুলাল দাস, অক্ষয় সাহা।
সাজ সজ্জা—ফকির মহম্মদ, কার্ত্তিক সাহা।
নৃত্য শিক্ষক—পিটার গোমেশ।
সহকারী পরিচালনা—বিমল রায়, বিমল রায় (ছোট)
সুবোধ ভট্টাচার্য্য।
স্থিরচিত্র শিল্পী—সত্য সান্যাল।

—ভূমিকায়—

দীপ্তি রায়, প্রভা, চিত্রা, অপর্ণা, লাবণ্য, শেফালিকা, স্নেহলতা, অহীন্দ্র, বিপিন মুখার্জ্জী, নির্ম্মল রুদ্র, জয়নারায়ণ, আশু, সত্যব্রত, নীলমণি, হাঁদু বাবু, কৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাত, সুধীর, জিতেন, চন্দ্রনাথ এবং আরো অনেকে।

শ্রীমন্তের বয়স যখন দশ এগারো বৎসর, "দেবধাম"এর জমিদার হিমাংশুবাবু তখন এই পিতৃমাতৃহীন সুদর্শন ছেলেটিকে নিজ পরিবারে স্থান দেন। তিনি তাকে নিজ পরিবারের একজনের মতো ক'রেই রেখেছিলেন। তবু শ্রীমন্ত এই অভিজাত পরিবারের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে মিশে যেতে পারেনি। যতই বয়স বাড়তে লাগলো ততই যেন এই পরিবার থেকে সে দূরে সরে আসতে লাগলো।

শ্রীমন্ত বি-এ পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে লাগলো। বড়লোকের ছেলের ফেল করা পোষায়, কিন্তু তার নয়। সারা দিন রাত্রি সে পড়ে। মুস্কিল হ'ল হিমাংশুবাবুর ছোট মেয়ে হৈমন্তীর। সে এই সুদর্শন

ছেলেটিকে ভালবেসে ফেলেছে। গভীর রাত্রে সকলের অগোচরে অধ্যয়নরত শ্রীমন্তের পড়ায় সে বিঘ্ন ঘটায়। শ্রীমন্তের সখ-সৌখিনতারও সে-ই পয়সা যোগায়।

কিন্তু সে জানে না, সে কাকে ভালোবেসেছে। জানে না, শ্রীমন্তর হৃদয় নেই। আছে শুধু সাপের মতো হিংস্র, কুটিল, চকচকে চোখ, আর গগনস্পর্শী উচ্চাশা। ঘৃণা, লজ্জা, ভয়

সমস্ত সে বিসর্জ্জন দিয়েছে। নারীর রূপ তাকে অভিভূত করে না, ভালোবাসা তাকে মুগ্ধ করে না। হৈমন্তী তার কাছে উচ্চাশার সিঁড়ি মাত্র।

তাই হৈমন্তীর বিয়ের আয়োজন করতে শ্রীমন্তর মনে বিন্দুমাত্র কষ্ট হ'ল না। গভীর রাত্রে হৈমন্তী এক গা' জড়োয়া গহনা প'রে এসেও শ্রীমন্তকে প্রলুব্ধ করতে পারলে না। গহনার লোভে যারা ভুল করতে পারে, শ্রীমন্ত তাদের চেয়েও চালাক।

হৈমন্তীর দিদি বাসন্তী। তারই দেবর সুবিমলের সঙ্গে হৈমন্তীর বিয়ে হ'য়ে গেল।

শ্রীমন্ত বি-এ পাশ ক'রে "দেবধাম" থেকে উঠে এল একটি মেসে। সাপ্লাই বিভাগে একটি চাকুরী পেয়েছে সে।.....

চতুর ছেলে। ঘৃণা, লজ্জা, ভয় নেই। এইখান থেকেই তার সৌভাগ্যের সূত্রপাত আরম্ভ হ'ল। কিছুদিন পরেই সে ছোট মেস থেকে এলো "হোটেল লাক্‌জুরিয়াসে"। বেনামীতে খুললে "রেশনের দোকান"। তারপর নিজেই বাড়ী করলে, গাড়ী করলে।.....

এই সময় তার পরিচয় হ'ল একটি মেয়ের সঙ্গে,—সুমিত্রা রায় তার নাম। সুমিত্রা সুন্দরী নয়, কিন্তু বেশ স্মার্ট।

শ্রীমন্তের যে নিষ্ঠুর পৌরুষ হৈমন্তীকে আকর্ষণ ক'রেছিল, তা সুমিত্রাকেও আকর্ষণ করলে। শ্রীমন্তের চমৎকার ফ্লাটেই ওদের র অধিকাংশ সন্ধ্যা কাটে। সুমিত্রার এই ভালোবাসাকেও শ্রীমন্ত চাকরীতে সোপান হিসাবে কাজে লাগাতে চাইলে। একদিন তার আপিসের বড়বাবুকে নিজের

ঘরে নিয়ে এল সুমিত্রার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে। কামার্ত্ত বৃদ্ধকে দেখে সুমিত্রার মন ঘিন্‌ঘিন্ ক'রে উঠ্‌লো এবং এই উপলক্ষে সে চিনলে শ্রীমন্ত এবং বড়বাবু উভয়কেই।

নিজেও সে ফ্লার্ট মেয়ে।

কিছুদিন হ'ল মার্কিন সৈন্যবাহিনীর ক্যাপ্টেন আলেক-জাণ্ডারের সঙ্গে তার পরিচয় হ'য়েছে। একদিন সুমিত্রা আর শ্রীমন্ত 'হোটেল ডি রিত্ত'তে খাচ্ছে, এমন সময় হেনরী আলেকজাণ্ডার এসে উপস্থিত।

সুমিত্রার আমন্ত্রণে সেও ব'সে গেল ওদের টেবিলে।

একটু পরেই আরম্ভ হ'ল সাইরেন, আর তার পরেই বোমাবর্ষণ।... সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'ল। বোমাবর্ষণ শেষ হ'তে যখন আলো জ্বললো, শ্রীমন্ত সবিস্ময়ে দেখলে, সুমিত্রাও নেই, হেনরীও নেই।

কিন্তু তাতে সে ক্ষুব্ধ হ'ল না। সে মেতেছে সোণার সাধনায়। নারীর কোনো ব্যবহার তাকে বিচলিত করে না।

দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হ'ল। "দেবধামে" রায় পরিবারে দুর্গতির আর সীমা রইলো না।

নোয়াখালীর মহালটা বিক্রি হ'য়ে যাবার পর হিমাংশুবাবু আর বালাখানায় যান না। দেনার পরিমাণ গেছে বেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মদ্যপানের পরিমাণও। বদ হ'য়ে যাচ্ছে তাঁর একমাত্র পুত্র, অনেকগুলি দাস-দাসীও ছাড়িয়ে দেওয়া হোল।.....

"দেবধাম" শ্রীহীন।

একদিন শ্রীমন্ত এসে উপস্থিত। তার সাজ পোষাকে যথেষ্ট পারিপাট্য, আশ্রিতের সেই কুণ্ঠিত ভাব আর নেই, তাদের চাউলের দুরবস্থা দেখে সে কিছু চড়া'ল ব্ল্যাক মার্কেটের দরে ওদের সরবরাহ করলে। সেইখানে সে শুনলে হৈমন্তী সন্তান-সম্ভবা। সে শ্রীমন্তের সঙ্গে দেখাও করলে না, শ্রীমন্তের গলার ভিতরটা শুকিয়ে গেল।

সন্ধ্যায় সুমিত্রা ওর ঘরে অপেক্ষা করছে, এমন সময় শ্রীমন্ত ফিরলো,—মুখ দিয়ে তার মদের গন্ধ বেরুচ্ছে। সেই মত্ত অবস্থায় শ্রীমন্তর মুখ থেকে সে হৈমন্তীর কাহিনী শুনলো।

তার কৌতূহল হ'ল হৈমন্তীকে দেখবার জন্য। বুঝলে, যে শ্রীমন্তর মতো পাষাণেও দাগ কেটেছে, সে সামান্যা নয়।

শ্রীমন্তর জীবনে একটা আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন এল। সে সুমিত্রাকে বিয়ে ক'রে ফেললে। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলে "দেবধাম" তাকে কিনতেই হবে। হিমাংশু-বাবুকে মদ খাইয়ে "দেব-ধাম" কিনে ফেললেও।

"দেবধাম" যখন ধ্বংসের শেষ পর্য্যায়ে, সেই রাত্রেই হৈমন্তী মারা গেল।

কী কিনলে শ্রীমন্ত?
একটা মড়া বাড়ী?

গান

(১)

[সুমিত্রা]

এসো বধূ কাছে এসো,
দূরে স'রে যেতে চেও না।
তব লাগি হিয়া মাঝে
কাঁদে যত মোর কামনা॥
আঁখি 'পরে আঁখি দিয়ে
মদির আবেশ নিয়ে
প্রেম ভরে জানাব আজ
(মোর) যৌবন মন-বাসনা॥
ফুলে ফুলে অলি যেমন
গেয়ে যায় মধু পিয়াসে,
তব লাগি বাসনা মোর
যাচি আমি আকুল আশে।
ফাগুনের বায়ু সনে
আজি এ মধুর ক্ষণে
ফুল দলে ফুটিবে আজ
দু'জনার প্রেম রচনা॥

(—সুখময় ভট্টাচার্য্য)

(২)

[সুমিত্রা]

আজি এই গানের সুরে
দখিন হাওয়া বইবে গো।
বাঁশী মোর মুখর হ'য়ে
গোপন কথা কইবে গো॥
মরু কেন মেঘের হৃদয় পায়না হায়
প্রিয় কেন মালার বাঁধন চায়না হায়।
মনের এই মধুর জ্বালা
মনেই শুধু রইবে গো॥
বনতল ভরল ফুলের সৌরভে
প্রভাতের এই গৌরবে
তাই মনতল
ভরল ফুলের সৌরভে।
মধুময় হোক না বাসর-শয্যা আজ
কেন আর মিছেই তবে লজ্জা আজ।
নয়নের নীরব হাসি
নয়ন আমার সইবে গো॥

(—গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার)

(৩)

[পথচারিণী]

কাছে ডাকিলে দূরে সে যায়
কেন দূরে থেকে সে ভোলায়।
দূরে সে যায়॥
মালা দিয়ে তারে বাঁধি
আঁখি জলে নিতি সাধি
(তবু) ফিরিয়া নাহি সে চায়।
দূরে সে যায়॥
আশা দিয়ে গড়া জীবনের খেলাঘরে
তৃষা ল'য়ে কেন ভালবাসা কেঁদে মরে,
(একি) নিয়তির লেখা হায়।
প্রাণ পতঙ্গ মম
পুড়ে মরে ধূপসম
(তবু) চাহে সে দীপ শিখায়।
দূরে সে যায়॥

(—প্রণব রায়)

একমাত্র পরিবেশক

মুভীস্থান লিমিটেড

১০৫ নং লোয়ার সারকুলার রোড,

পাটনা — কলিকাতা — ঢাকা

শৈল আর্ট প্রেস হইতে শ্রীউমাপতি গাঙ্গুলী কর্তৃক মুদ্রিত ও সিনে সিণ্ডিকেট (ইণ্ডিয়া) লিমিটেড-এর পক্ষ হইতে শ্রীসুধীর কুমার দাশ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।